রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৭ সনের ৪৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৭, ২০১৭

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮০৯—৮১৬
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৮৩—১৮২১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৪৯—২৫৬
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯০৯—১৯৩১

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ কার্তিক ১৪২৪/৩০ অক্টোবর ২০১৭

নং ০৫.০০.০০০০.১০৭.১৪.০০৩.১৬-১৮৪—"বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে নিম্নরূপ Project Steering Committee (PSC) গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. রেক্টর, বিপিএটিসি

৩. প্রধান প্রকৌশলী, পি.ডব্লিও.ডি. অথবা তাঁর মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক, প্রকৌশলী পর্যায়ের নিম্নে নয় এইরূপ কর্মকর্তা

৪. প্রধান স্থপতি অথবা তাঁর মনোনীত উপ-স্থপতি পর্যায়ের নিম্নে নয় এইরূপ কর্মকর্তা

৫. এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এর প্রতিনিধি

৬. এমডিএস (প্রজেক্ট) বিপিএটিসি

৭. অর্থ বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব অথবা তদুর্ধ্ব)

৮. আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব অথবা তদুর্ধ্ব)

৯. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব অথবা তদুর্ধ্ব)

১০. কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব অথবা তদুর্ধ্ব)

১১. আইএমইডি এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব অথবা তদুর্ধ্ব)

১২. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১৩. উপসচিব (পরিকল্পনা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১৪. নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), পি.ডব্লিও.ডি. সাভার বিভাগ

১৫. নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ত) পি.ডব্লিও.ডি. সাভার বিভাগ

সদস্য সচিব

১৬. প্রকল্প পরিচালক।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

নং ০৫.০০.০০০০.১০৭.১৪.০০৩.১৬-১৮৫—"বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে নিম্নরূপ Project Implementation Committee (PIC) গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. রেক্টর, বিপিএটিসি

সদস্যবৃন্দ

২. এমডিএস (প্রকল্প) বিপিএটিসি

৩. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৪. অর্থ বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)

৫. আইএমইডি এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)

৬. আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)

৭. কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর প্রতিনিধি

৮. এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এর প্রতিনিধি

৯. প্রকল্প পরিচালক

১০. নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ত) পি.ডব্লিও.ডি. সাভার বিভাগ

১১. নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), পি.ডব্লিও.ডি. সাভার বিভাগ

১২. স্থাপত্য বিভাগ এর প্রতিনিধি

১৩. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সদস্য সচিব

১৪. সহকারী প্রকল্প পরিচালক

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফরিদা ইয়াসমিন
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৫ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০১০.১৫(বিমা)-৪৫৪—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ (পরিচিতি নম্বর : ১৫২৩৩), প্রাক্তন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব পরবর্তী পদায়নের জন্য এ.পি.ডি অনুবিভাগে ন্যস্তকৃত), নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত থাকাকালীন ১৮-০৬-২০১৫ তারিখ থেকে ১৭-০৮-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা হিসেবে ২১,৪৩,৫০০ (একুশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে বিধিমতে জমা না করে ব্যক্তিগত হেফাজতে রাখেন। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জরিমানা হিসেবে আদায়কৃত অর্থ এস.আর-৩৫৬ মোতাবেক আদালতের সকল প্রাপ্তি প্রতিদিন ব্যাংকে জমাদান করতে আইনত বাধ্য হলেও তিনি যথাসময়ে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করেননি। তিনটি ভিন্ন তারিখে অল্প জরিমানা করা হয়েছে এমন কতিপয় ডিসিআর এর মাত্র ৩৯,০০০ (উনচল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকা জমা করেন। যে সকল ডিসিআর এ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার বেশি জরিমানা করা হয়েছে তার কোন টাকাই (২১,৪৩,৫০০) তিনি ১৭-০৮-২০১৫ তারিখের পূর্বে জমা করেননি। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ২১,৪৩,৫০০ (একুশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা সর্বনিম্ন ০৩ দিন থেকে সর্বোচ্চ ৬০ দিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত হেফাজতে রেখেছেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক ১৭-০৮-২০১৫ তারিখে টাকা জমা দানের প্রমাণপত্র দাখিলের জন্য নির্দেশিত হবার পর বিভিন্ন তারিখে ২১,৪৩,৫০০ (একুশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করেছেন, যা আর্থিক বিধি-বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন;

যেহেতু, তার এহেন আচরণ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তথা সরকারি অর্থ আত্মসাতের প্রচেষ্টা ও সরকারি শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। এতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তথা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে; যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও বিধি ৩ (ডি) মোতাবেক 'দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)' এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ। এ পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক তাকে কেন সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)' করা হবে না বা অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড আরোপ করা হবে না তার সন্তোষজনক লিখিত জবাব উক্ত বিধিমালার ৭(১)(বি) বিধি মোতাবেক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও তার লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী যথাযথভাবে জারি করা হলেও তিনি কোন জবাব দাখিল করেননি। অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে নোটিশ জারি করলেও অভিযুক্ত তদন্তে উপস্থিত হননি এবং কোনরূপ বক্তব্য দাখিল করেননি। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতির' অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও বিভাগীয় মামলার প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি থেকে অপসারণ (Removal from Service)' করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিধি ৭(৬) মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য তার বর্তমান স্থায়ী ও ই-মেইল ঠিকানায় রেজিস্ট্রি/এডি এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জারি করা হয়। তিনি নির্ধারিত সময়ে ই-মেইলের মাধ্যমে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাকে 'চাকরি হতে অপসারণ (Removal from Service)' করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৭) এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস্, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(সি) বিধি অনুযায়ী সরকারি 'চাকরি থেকে অপসারণ (Removal from Service)' করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ (পরিচিতি নম্বর: ১৫২৩৩), প্রাক্তন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব পরবর্তী পদায়নের জন্য এ.পি.ডি অনুবিভাগে ন্যস্তকৃত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী তাকে সরকারি 'চাকরি থেকে অপসারণ (Removal from Service)' করার গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৬ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৪.১৬.৫০৩—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান (১৬৬১০), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লাখাই, হবিগঞ্জ এবং প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), আনোয়ারা, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে ২০১৫ সালে ফেইসবুকের মাধ্যমে ডা. ফাহিমা চৌধুরী-এর সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করা, ০৯-০৮-২০১৫ তারিখে বিয়ের পর হতে তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে সংসার করতে গড়িমসি করা, স্ত্রীকে নিজে ও বাবা-মা দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতন করা এবং ০৬-০৬-২০১৬ তারিখে তালাকনামা প্রেরণ করার অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অপরাধে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৪-২০১৭ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮১.২৭.০০৪.১৬.১৮৯ নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৪-০৫-২০১৭ তারিখ তার লিখিত জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করিলে ০৭-০৬-২০১৭ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। একই বিষয়ে অধিকতর শুনানির প্রয়োজনীয়তা থাকায় ১৯-০৭-২০১৭ তারিখ এবং ১১-১০-২০১৭ তারিখ পুনঃ শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি জানান, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো প্রাথমিক তদন্তকালে প্রমাণিত হয়েছে এবং এগুলো সত্য। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে এসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নন উল্লেখ করে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। এছাড়া অভিযোগকারী ডাঃ ফাহিমা চৌধুরী তার সাথে সংঘটিত অমানবিক আচরণের সমর্থনে প্রমাণক দাখিল করে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করা হলো। সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ডাঃ ফাহিমা চৌধুরী-এর সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি, বিয়ের পর হতে তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে সংসার করতে গড়িমসি করা, স্ত্রীকে নিজে ও বাবা-মা দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতনের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান (১৬৬১০), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লাখাই, হবিগঞ্জ এবং প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), আনোয়ারা, চট্টগ্রাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) মোতাবেক তাকে "১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ১ (এক) বছরের জন্য ক্রমপুঞ্জিভূতহারে স্থগিত (Withholding of 1 (one) increment for 1 (one) year cumulatively)" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ, ১৬ কার্তিক, ১৪২৪/৩১ অক্টোবর, ২০১৭

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৬৭.১১-৭৭৪—প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ ফজলুর রহমান (পরিচিতি নং-৩১৭৪) গত ১৩-০৫-২০১৭ তারিখ শনিবার এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)।

২। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ১৬ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯ জুন ১৯৮৩ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ০১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩। জনাব মো ফজলুর রহমান দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ন, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ১ (এক) পুত্রসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মোঃ ফজলুর রহমান এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[শুল্ক]

আদেশ

তারিখ : ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/৩০ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ২০৩/২০১৭/শুল্ক/৪৮০।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2)(c) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় স্থাপিত মেসার্স ফু-ওয়াং বোলিং এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বণ্ড লাইসেন্স নং-১৪৭০/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৩, তাং-১৬-০১-১৩) অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মাঃ ডঃ)
১.	টোব্যাকো	১,৮০,০০০.০০
২.	লিকার	১,০০,০০০.০০
৩.	ফুড	১১,০০০.০০
৪.	পারফিউম, টয়লেট্রিজ এন্ড মেকাপ প্রিপারেশন	৪,৫০০.০০
	মোট =	২,৯৫,৫০০.০০

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এ.এফ.এম. শাহরিয়ার মোল্লা
সদস্য (শুল্ক : রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কোম্পানী-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ : ০৯ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৪ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০২২.১৫-৪৪৮—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ইমতিয়াজ শরীফ, বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিঃ (বিটিসিএল)-এ কর্মরত থাকাকালে অস্ট্রেলিয়ায় Network Operation Engineer, United Group Infrastructure, QLD-এ কাজ করার বিষয়ে ২ (দুই) বছরের লিয়েন মঞ্জুর করা হয়; এবং

যেহেতু, লিয়েন শেষে ০৯-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বিটিসিএল-এ যোগদান করার পর ২২-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাকে প্রধান কার্যালয়ে পদায়ন করা হলে তিনি পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদানপূর্বক ২৪-০৩-২০১৫ হতে ০২-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন করেন এবং ছুটি অনুমোদনের অপেক্ষা না করে কর্মস্থল ত্যাগ করেন; এবং

যেহেতু, কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে ২৪-০৩-২০১৫ তারিখ হতে তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

যেহেতু, তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি মোতাবেক "ডিজারশন" এর অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়; এবং

যেহেতু, বিবেচ্য অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ১৯-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জারিপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত নোটিশটি বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও তিনি কোন জবাব প্রদান করেননি এবং অবশেষে বিষয়টি তদন্তের জন্য এ বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ ইমতিয়াজ শরীফ, বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধিমতে "ডিজারশন" এর অপরাধে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" দণ্ড কেন প্রদান করা হবে না, তা জানতে চেয়ে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের জন্য তাকে না পাওয়ায় ২৮-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক' এবং 'The Daily Star' পত্রিকায় নোটিশ প্রকাশিত হয়; এবং

যেহেতু, তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান না করে এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করে ২৪-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে অদ্যাবধি নিজকর্মে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

যেহেতু, তদন্তে ডিজারশনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ইমতিয়াজ শরীফ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) ধারা মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত" করার লক্ষে ২৬-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে এ বিভাগের ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০২২.১৫-৮৭ নং স্মারকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ/মতামত চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ১৮-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০১.০৩৪.০০.০০.১৬.২০১৬.৯৯ নং স্মারকে বর্ণিত কর্মকর্তাকে "চাকরি হতে বরখাস্ত" করার বিষয়ে এ বিভাগের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ইমতিয়াজ শরীফ, বিসিএস (টেলিকম) ক্যাডারের কর্মকর্তা বিধায় তাকে "চাকরি হতে বরখাস্ত' করণের প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ইমতিয়াজ শরীফ, বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০৯ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৪ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০১৫.১৫-৪৪৯—যেহেতু, জনাব মনিরুজ্জামান মোল্লা, বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর-কে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিঃ (বিটিসিএল)-এ কর্মরত থাকাকালে কানাডার Almy Telecommunications S.A de C.V-এ চাকরি করার লক্ষ্যে ২ (দুই) বছরের জন্য লিয়েন মঞ্জুর করা হয় এবং সে অনুযায়ী বিটিসিএল হতে তাকে ১১-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অবমুক্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, তার লিয়েনের মেয়াদ ১১-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয় এবং যেহেতু, তিনি মঞ্জুরকৃত লিয়েনের মেয়াদ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সরকারি কর্মে যোগদান না করে ১২-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে ও অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

যেহেতু, তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি মোতাবেক "ডিজারশন" এর অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়; এবং

যেহেতু, বিবেচ্য অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ০৭-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জারিপূর্বক তাকে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত নোটিশটি বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও তিনি কোন জবাব প্রদান করেননি এবং অবশেষে বিষয়টি তদন্তের জন্য এ বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মনিরুজ্জামান মোল্লা, বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধিমতে "ডিজারশন" এর অপরাধে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" দণ্ড কেন প্রদান করা হবে না, তা জানতে চেয়ে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের জন্য তাকে না পাওয়ায় ৩০-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক' এবং 'The Daily Star' পত্রিকায় নোটিশ প্রকাশিত হয়; এবং

যেহেতু, তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান না করে এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করে ১২-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে অদ্যাবধি নিজকর্মে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

যেহেতু, তদন্তে ডিজারশনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" এর দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মনিরুজ্জামান মোল্লা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) ধারা মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত" করার লক্ষ্যে ১৯-০৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে এ বিভাগের ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০১৫.১৫-১১৩ নং স্মারকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ/মতামত চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ০৯-০৫-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০১.০৩৪.০০.০০.১৭.২০১৬-১১৯ নং স্মারকে বর্ণিত কর্মকর্তাকে "চাকরি হতে বরখাস্ত" করার বিষয়ে এ বিভাগের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মনিরুজ্জামান মোল্লা, বিসিএস (টেলিকম) ক্যাডারের কর্মকর্তা বিধায় তাকে "চাকরি হতে বরখাস্ত' করণের প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মনিরুজ্জামান মোল্লা, বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক তাকে "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মবিঅ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩২.০০.০০০০.০২৯.২৯.০৩২.১৪-১০৫২—মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ (বামকপ) এর উপ-কমিটি নির্দেশক্রম পুনর্গঠন করা হলো :

বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ (বামকপ)-এর উপ-কমিটি :

সমন্বয়ক

১। চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। জাহানা বেগম, সাবেক সংসদ সদস্য, গাজীপুর মহিলা আসন, ৩৬/১, পূর্ব হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা।

৩। আশরাফুন নেছা মোশারফ, ফ্ল্যাট নং-সি/১, ১১৫, ডমিনিউ, ১নং গেট, মনিপুরি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

৪। মাহমুদা বেগম কৃক, ২৪২, পূর্ব কাফরুল, মিতু প্রপার্টিজ, কাফরুল, ঢাকা।

৫। সাফিয়া খাতুন, বাসা নং-২৫১, ব্লক-বি, ইস্টার্ন হাউজিং, পল্লবী, ঢাকা।

৬। শাহিন মনোয়ারা হক, ৬/৭, স্যার সৈয়দ রোড, নভেলেটি ভিলা, ফ্ল্যাট-এ-১, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৭। আফরোজা বিনতে মনসুর, ১০০ নং মালিবাগ, ডিআইটি রোড (ভূইয়া ক্লিনিক), ঢাকা।

৮। মহাপরিচালক/প্রতিনিধি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ১, পার্ক এভিনিউ, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

৯। মহাপরিচালক/প্রতিনিধি, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

১০. উপসচিব (মবিঅ-২), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

১১. পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

পরিষদের কার্যপরিধি :

ক) সাধারণ ও বিশেষ অনুদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইকরণ;

খ) যাচাই-বাছাইকৃত অনুদান প্রাপ্তি যোগ্য সমিতির তালিকা বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ (বামকপ)-এর মূল কমিটিতে সুপারিশসহ প্রেরণ;

গ) উপ-কমিটি বৎসরে অন্তত ৪ (চার) বার সভায় মিলিত হবে;

ঘ) উপ-কমিটির মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ১ (এক) বছর; এবং

ঙ) উক্ত কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। এ আদেশ বলে গত ০৩-০৩-২০১৬ তারিখের ৩২.০০.০০০০.০২৯.৩০.০৩২.১৪-১৫৩০ নং প্রজ্ঞাপন বাতিল বলে গণ্য হবে।

নং ৩২.০০.০০০০.০২৯.২৯.০৩২.১৪-১০৫১—মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ (বামকপ) এর মূল কমিটি নির্দেশক্রম পুনর্গঠন করা হলো :

বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ (বামকপ)-এর মূল কমিটি :

সভাপতি

১। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সহ-সভাপতি

২। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

৩। জাহানা বেগম, সাবেক সংসদ সদস্য, গাজীপুর মহিলা আসন, ৩৬/১, পূর্ব হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা।

৪। আশরাফুন নেছা মোশারফ, ফ্ল্যাট নং-সি/১, ১১৫, ডমিনিউ, ১নং গেট, মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। মাহমুদা বেগম কৃক, ২৪২, পূর্ব কাফরুল, মিতু প্রপার্টিজ, কাফরুল, ঢাকা।

৬। সাফিয়া খাতুন, বাসা নং-২৫১, ব্লক-বি, ইস্টার্ন হাউজিং, পল্লবী, ঢাকা।

৭। শাহিন মনোয়ারা হক, ৬/৭, স্যার সৈয়দ রোড, নভেলেটি ভিলা, ফ্ল্যাট-এ-১, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৮। আফরোজা বিনতে মনসুর, ১০০ নং মালিবাগ, ডিআইটি রোড (ভূইয়া ক্লিনিক), ঢাকা।

৯। চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

১০। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১১। যুগ্মসচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ১, পার্ক এভিনিউ, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

১৩. মহাপরিচালক, পরিবার-পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

১৪. মহাপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৫. নির্বাহী পরিচালক, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা।

১৬. পরিচালক, সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৭. নির্বাহী পরিচালক, এনজিও ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

১৮. উপসচিব (সেল), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৯. পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, দোয়েল চত্বর সড়ক, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

২০. মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

পরিষদের কার্যপরিধি :

ক) নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

খ) অনুদান খাতে প্রাপ্ত তহবিলের খরচ অনুমোদন;

গ) পরিষদ বৎসরে অন্তত ২ (দুই) বার সভায় মিলিত হবে; এবং

ঘ) মূল কমিটির মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ১ (এক) বছর।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। এ আদেশ বলে গত ০৩-০৩-২০১৬ তারিখের ৩২.০০.০০০০.০২৯.৩০.০৩২.১৪-১৫২৯ নং প্রজ্ঞাপন বাতিল বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রায়না আহমদ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
নির্মাণ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ০২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৬৭.১১৬.০০০০.০৩৯.২০১৪-৩৮১—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির ১৪ তম বৈঠকের কার্যবিবরণী ১০ (১) (গ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠু তদারকি ও তরান্বিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হলো :

আহবায়ক

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

২। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৩। উপসচিব (নির্মাণ), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

৪। উপপ্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৫। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

৬। নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

৭। নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

৮। উপসচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

মোঃ আলী আকবর
উপসচিব।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৩ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ

নং স্বাপকম/চিশি-২/বেসমেক ও ডেকহা/২০০৮(অংশ-৫)/৪৮৬—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ডাঃ দিলীপ রায় হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি-কে ১ (এক) বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অন্তবর্তীকালীন অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো :

শর্তসমূহ :

(ক) ডাঃ দিলীপ রায় হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বর্তমান নির্মাণাধীন ভবনের কাজ সমাপ্ত করে পরবর্তী ১ (এক) বছরের মধ্যে সেমি পাকা ভবনটিকে উপযুক্ত প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত নকশা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ফাউন্ডেশন দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ভবন (ন্যূনতম ৫,০০০ বর্গফুট ব্যবহারযোগ্য স্থানসহ) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) সরকার কর্তৃক জারীকৃত "দি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স-১৯৮৩" ও "বোর্ড রেগুলেশন-১৯৮৫" এর বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কলেজ ও হাসপাতালটি পরিচালনা করতে হবে।

(গ) বর্তমানে কর্মরত ও তালিকাভুক্ত শিক্ষক, মেডিকেল অফিসার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বোর্ড অনুমোদিত নিয়োগবিধি, বেতন-স্কেল ও পদসংখ্যা অনুসরণপূর্বক বোর্ড কর্তৃক যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে অনুমোদন করতে হবে।

(ঘ) সময়ে সময়ে বোর্ড ও সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করতে হবে।

(ঙ) প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্তির ৩(তিন) বছরের মধ্যে সরকার/বোর্ড প্রদত্ত কোন প্রকার বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

(চ) প্রাথমিক স্বীকৃতির ৩ (তিন) বছর অন্তর্বর্তীকালীন স্বীকৃতির হিসেবে বিবেচ্য হবে (অস্থায়ী স্বীকৃতির সময় ব্যতীত)। কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান নীতিমালা-২০০৪ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে সময়ে সময়ে পরিদর্শন, বোর্ড বা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে কলেজ ও হাসপাতালটির স্বীকৃতি স্থায়ী করা হবে।

নং স্বাপকম/চিশি-২/বেসমেক ও ডেকহা/২০০৮(অংশ-৫)/৪৮৮—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কলারোয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি-কে ১ (এক) বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্বর্তীকালীন অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো :

শর্তসমূহ :

(ক) কলারোয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ভবনের দ্বিতীয় তলায় নির্মাণাধীন কাজ সমাপ্ত করে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের মধ্যে আউটডোর হাসপাতাল কার্যক্রমের টিন সেড ঘরটিকে উপযুক্ত প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত নকশা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ফাউন্ডেশন দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ভবন নির্মাণ করতে হবে।

(খ) সরকার কর্তৃক জারীকৃত "দি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স-১৯৮৩" ও "বোর্ড রেগুলেশন-১৯৮৫" এর বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কলেজ ও হাসপাতালটি পরিচালনা করতে হবে।

(গ) বর্তমানে কর্মরত ও তালিকাভুক্ত শিক্ষক, মেডিকেল অফিসার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বোর্ড অনুমোদিত নিয়োগবিধি, বেতন-স্কেল ও পদসংখ্যা অনুসরণপূর্বক বোর্ড কর্তৃক যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে অনুমোদন করতে হবে।

(ঘ) সময়ে সময়ে বোর্ড ও সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করতে হবে।

(ঙ) প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্তির ৩ (তিন) বছরের মধ্যে সরকার/বোর্ড প্রদত্ত কোন প্রকার বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

(চ) প্রাথমিক স্বীকৃতির ৩ (তিন) বছর অন্তর্বর্তীকালীন স্বীকৃতির হিসেবে বিবেচ্য হবে (অস্থায়ী স্বীকৃতির সময় ব্যতীত)। কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান নীতিমালা-২০০৪ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে সময়ে সময়ে পরিদর্শন, বোর্ড বা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে কলেজ ও হাসপাতালটির স্বীকৃতি স্থায়ী করা হবে।

নং স্বাপকম/চিশি-২/বেসমেক ও ডেকহা/২০০৮(অংশ-৫)/৪৮৯—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত চাঁদপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি-কে ০১ (এক) বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অন্তবর্তীকালীন অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো :

শর্তসমূহ :

(ক) চাঁদপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দুই দাগের দুই দলিলের রেজিস্ট্রিকৃত জমিকে একত্রিত করে পরবর্তী ১ (এক) বছরের মধ্যে কলেজের নিজস্ব জমিতে উপযুক্ত প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত নকশা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ফাউন্ডেশন দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ভবন (ন্যূনতম ৫,০০০ বর্গফুট ব্যবহারযোগ্য স্থানসহ) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) সরকার কর্তৃক জারীকৃত "দি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স-১৯৮৩" ও "বোর্ড রেগুলেশন-১৯৮৫" এর বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কলেজ ও হাসপাতালটি পরিচালনা করতে হবে।

(গ) বর্তমানে কর্মরত ও তালিকাভুক্ত শিক্ষক, মেডিকেল অফিসার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বোর্ড অনুমোদিত নিয়োগবিধি, বেতন-স্কেল ও পদসংখ্যা অনুসরণপূর্বক বোর্ড কর্তৃক যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে অনুমোদন করতে হবে।

(ঘ) সময়ে সময়ে বোর্ড ও সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করতে হবে।

(ঙ) প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্তির ৩ (তিন) বছরের মধ্যে সরকার/বোর্ড প্রদত্ত কোন প্রকার বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

(চ) প্রাথমিক স্বীকৃতির ৩ (তিন) বছর অন্তর্বর্তীকালীন স্বীকৃতির হিসেবে বিবেচ্য হবে (অস্থায়ী স্বীকৃতির সময় ব্যতীত)। কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান নীতিমালা-২০০৪ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে সময়ে সময়ে পরিদর্শন, বোর্ড বা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে কলেজ ও হাসপাতালটির স্বীকৃতি স্থায়ী করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বদরুন নাহার
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে।]

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

প্রশাসন-১ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৫ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৯ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৩৭.০২৫.০০.০০.০০২.২০১৩-৯১৫—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা/দাতা সংস্থা/অপারেশনাল প্লানের আওতায় বরাদ্দকৃত সকল বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/উচ্চশিক্ষার জন্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের নিমিত্ত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হল :

সভাপতি

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

সদস্যবৃন্দ

২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

৩। যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)

৪। যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য)

৫। যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারি)

৬। যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন ও আইন)

৭। যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল)

৮। যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

৯। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথা: (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট/ইডিসিএল/ নিমিউ এন্ড টিসি/টেমো/ বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান।

সদস্য-সচিব

১০। সিনিয়র সহকারী সচিব/উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-১)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল।

মোঃ রেজাউল আলম
উপসচিব।